তৃতীয় অধ্যায়

কুরআন ও হাদিস শিক্ষা

প্রিয় শিক্ষার্থী,

তোমরা নিশ্চয়ই সবাই জানো যে, মহাগ্রন্থ আল কুরআন হলো আল্লাহ তা'আলার চিরন্তন বাণী। জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ আমাদের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসুল হযরত মুহাম্মাদ (সা.)- এর উপর নাযিল করেছেন। আল কুরআন পৃথিবীর সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ। সারা বিশ্বের মুসলমানগণ এ গ্রন্থ তিলাওয়াত করে থাকে। আমরা সালাতে কুরআন তিলাওয়াত করে থাকি। ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণির মতো তোমরা এই অধ্যায়ে পবিত্র কুরআনের কিছু সূরা ও কয়েকটি হাদিসের বাণী জানবে। তোমাদের উচিত নিয়মিত কুরআন বুঝে পাঠ করা, হাদিসের বাণীগুলো জানা এবং সে অনুযায়ী আমল করা। তাহলে চলো আমরা আলোচনা শুরু করি।

কুরআন ও হাদিস ইসলামি শরিয়তের প্রধান দুটি উৎস। পবিত্র কুরআন মানব জাতির হেদায়াতের জন্য ঐশী গ্রন্থ। হাদিস শরিফ হচ্ছে কুরআন মাজিদের ব্যাখ্যা গ্রন্থ। ইসলামি শরিয়তের সকল বিধি বিধান এ উৎসদ্বয় থেকেই গৃহীত। কুরআন মাজিদ ও হাদিস শরিফে মানবজীবনের সকল বিষয়ের মৌলিক নীতিমালা বর্ণনা করা হয়েছে। এসব নীতিমালার আলোকেই ইসলামের সকল বিধি-বিধান প্রণীত হয়েছে। তাই ইসলাম সম্পর্কে জানতে হলে কুরআন মাজিদ ও হাদিস শরিফ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

আল কুরআনের পরিচয়

কুরআন আরবি শব্দ। এর অর্থ পড়া, তিলাওয়াত করা, আবৃত্তি করা। সারা বিশ্বের মুসলমানগণ এ গ্রন্থ তিলাওয়াত করে থাকে। আমরা সালাতে কুরআন তিলাওয়াত করে থাকি। অধিক পরিমাণে তিলাওয়াত হয় বিধায় কুরআনকে কুরআন বলা হয়।

পরিভাষায় আল কুরআন হলো আল্লাহ তা'আলার শ্বাশ্বত বাণী। এটি জিবরাইল (আ.)- এর মাধ্যমে সর্বশেষ নবি ও রাসুল হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়। এটি গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ, লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত। আল্লাহ তা'আলা কুরআন নাযিল করেছেন মানবজাতির হেদায়াতের জন্য আলোকবর্তিকাস্বরূপ। এটি জ্ঞান বিজ্ঞানের উৎস এবং পুণ্যার্জনের অন্যতম উপায়। এটি রাসুলুল্লাহ (সা.)- এর নবুওয়াত ও রিসালাতের সত্যায়নকারী ও সুস্পষ্ট দলিল। আসমান ও জমিনে এর চেয়ে শুদ্ধতম আর কোনো গ্রন্থ নেই। কোনো ধরনের অনুপ্রবেশ এ গ্রন্থে কখনও হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা এর সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। ফলে কিয়ামত পর্যন্ত এটি অবিকৃত থাকবে। যুগে যুগে আল কুরআনের এ মু'জিযা বহুবার প্রমাণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ ○

অর্থ : 'আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্য আমিই এর সংরক্ষক।' (সূরা আল হিজর, আয়াত : ০৯)
আল কুরআন মর্যাদাপূর্ণ, সম্মানিত ও বিজ্ঞানময় গ্রন্থ। এটি হক বাতিলের পার্থক্যকারী। এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এটি মুত্তাকিদের জন্য হেদায়াতগ্রন্থ।

আমাদেরকে কুরআন পড়তে হবে, বুঝতে হবে, মানতে হবে। কারণ কুরআন হচ্ছে আমাদের জীবনবিধান। এটি আমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথের সন্ধান দেয়। মিথ্যা থেকে সত্যকে, অন্যায় থেকে ন্যায়কে পার্থক্য করতে শিখায়। মহান আল্লাহ আমাদের জন্য আল কুরআনকে সহজ করে দিয়েছেন। সকল ভাষাভাষী লোক কুরআন মাজিদ পড়তে ও মুখস্থ করতে পারে। ফলে প্রতি বছর অসংখ্য হাফিজে কুরআন তৈরি হচ্ছে।

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন নাম

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের আলোকে এর একাধিক নাম রয়েছে। এগুলো আল কুরআনের উচ্চ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব বহন করে। আল-কুরআনের কয়েকটি প্রসিদ্ধ নাম হলো:

১। **আল ফুরকান (পার্থক্যকারী) :** আল কুরআন সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী। পবিত্র কুরআনে মিথ্যা থেকে সত্যকে চেনার মানদণ্ড বিবৃত হয়েছে। তাই একে আল ফুরকান বলা হয়।

২। **আল কিতাব (লিখিত) :** আল কিতাব নামে নামকরণের কারণ হলো, এটা একটি লিখিত গ্রন্থ এবং এটাকে বিশুদ্ধভাবে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

৩। **আয যিকর (উপদেশ, আলোচনা) :** কুরআন মাজিদকে যিকর নামে নামকরণ করার কারণ এতে আল্লাহ তা'আলা বান্দার জীবন যাপনের বিভিন্ন আদেশ-উপদেশ ও নিষেধসমূহ আলোচনা করেছেন এবং বান্দার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

৪। **আত তানযিল (নাযিলকৃত) :** এই কুরআন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত তাই এর নাম তানযিল রাখা হয়েছে।

৫। **আল বুরহান :** বুরহান শব্দের অর্থ সুস্পষ্ট। এ গ্রন্থ কাফিরদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট দলিল।

৬। **আন নূর :** আন নূর অর্থ জ্যোতি, আলো। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতকারীর জন্য আলো হবে।

৭। **আশ শিফা :** কুরআন মাজিদ অসুস্থ রোগীদের জন্য শিফা বা আরোগ্যস্বরূপ।

৮। **আল হুদা :** আল হুদা অর্থ পথপ্রদর্শন। কুরআন মাজিদ মুত্তাকিদের জন্য পথপ্রদর্শক।

৯। **আল মাওয়েজা :** যারা উপদেশ গ্রহণ করতে চায়, তাদের জন্য এটি এটি উপদেশগ্রন্থ।

১০। **আর রহমাহ :** আর রহমাহ অর্থ দয়া, করুণা। কুরআন বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরুপ।

১১। **আল আজিজ :** আল আজিজ অর্থ পরাক্রমশালী। মহাগ্রন্থ আল কুরআন পরাক্রমশালীগ্রন্থ।

১২। **আল মুবিন :** মুবিন অর্থ সুস্পষ্ট। কুরআন মাজিদে মানবজীবনের সকল দিক সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৩। **আল বাশির :** বাশির অর্থ সুসংবাদ প্রদানকারী। কুরআন মাজিদ মুমিনদের জন্য সুসংবাদ প্রদানকারী।

১৪। **আন নাজির :** নাজির অর্থ ভয় প্রদর্শনকারী।

কুরআন মাজিদের বিভিন্ন নামে নামকরণ দ্বারা এর চিরস্থায়ী মু'জিযা প্রকাশিত হয়েছে। আমরা পবিত্র কুরআনের নামসমূহ জানবো ও কুরআন মাজিদ পড়তে শিখবো।

মাক্কি সূরা ও মাদানি সূরা

আমরা আল কুরআনুল কারিমে দুই ধরনের সূরার নাম দেখতে পাই। যথা : মাক্কি ও মাদানি সূরা। অবতরণের সময়কাল বিবেচনায় সূরাসমূহকে এ দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এখন আমরা মাক্কি ও মাদানি সূরার পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য জানবো।

মাক্কি সূরার পরিচয় : রাসুলুল্লাহ (সা.)- এর মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের পূর্বে যেসকল সূরা অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে মাক্কি সূরা বলে।
মাক্কি সূরার সংখ্যা ৮৬ টি।

মাদানি সূরার পরিচয় : রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মদিনায় হিজরতের পর যে সকল সূরা অবতীর্ণ হয়েছে, সেসকল সূরাকে মাদানি সূরা বলে।
মাদানি সূরার সংখ্যা ২৮টি।

মাক্কি সূরার বৈশিষ্ট্য :

১. মাক্কি সূরাসমূহে তাওহিদ ও রিসালাতের আলোচনা প্রধান্য পেয়েছে।

২. এ সূরাগুলোতে কিয়ামত, জান্নাত ও জাহান্নাম তথা আখিরাতের বর্ণনা প্রাধান্য পেয়েছে।

৩. মাক্কি সূরাসমূহে শিরক ও কুফরের পরিচয় বর্ণনা করে এগুলোর অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে।

৪. এ সূরাগুলোতে মুশরিক ও কাফিরদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে।

৫. মাক্কি সূরাসমূহে পূর্ববর্তী মুশরিক ও কাফিরদের হত্যাযজ্ঞের কাহিনী, ইয়াতিমদের সম্পদ হরণ করা, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া ইত্যাদি কুপ্রথার বিবরণ রয়েছে।

৬. এর শব্দমালা শক্তিশালী, ভাবগম্ভীর ও অন্তরে প্রকম্পন সৃষ্টিকারী।

৭. এতে শরিয়তের সাধারণ নীতিমালা উল্লেখ রয়েছে।

৮. এতে প্রসিদ্ধ বিষয়সমূহ শপথের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৯. মাক্কি সূরাসমূহ সাধারণত আকারে ছোট এবং আয়াতগুলো তুলনামূলকভাবে ছোট।

১০. এ সূরাগুলোতে পূর্ববর্তী নবি-রাসুলগণের সফলতা ও তাদের অবাধ্যদের শোচনীয় পরিণতির বর্ণনা করা হয়েছে।

১১. মাক্কি সূরাসমূহে 'يَآيُّهَا النَّاسُ' (অর্থ- 'হে মানবজাতি') কথাটি উল্লেখ আছে।

মাদানি সূরার বৈশিষ্ট্য :

১. মাদানি সূরাসমূহে শরিয়তের বিধি-বিধান, ফরয, ওয়াজিব ইত্যাদির সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে।

২. এতে আহলে-কিতাবের পথভ্রষ্টতা ও তাদের কিতাব বিকৃত হওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

৩. মাদানি সূরাসমূহে নিফাকের পরিচয় ও মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ রয়েছে।

৪. এ সূরাগুলোতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক ও সাংস্কৃতিক নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে।

৫. এতে পারস্পরিক লেনদেন, উত্তরাধিকার আইন, ব্যবসা বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয়সহ যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিধান বর্ণিত হয়েছে।

৬. মাদানি সূরাসমূহের আয়াতসমূহ তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ।

৭. এ সূরাগুলোতে ইবাদতের রীতিনীতি, সালাত, সাওম, হজ, যাকাত ইত্যাদি বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

৮. মাদানি সূরাসমূহে ইহুদি ও খ্রীস্টানদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান জানানো হয়েছে।

৯. মাদানি সূরাসমূহে বিচারব্যবস্থা, দণ্ডবিধি, জিহাদ, পররাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১০. মাদানি সূরাসমূহে 'يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا' (অর্থ- 'হে ঈমানদারগণ') কথাটি উল্লেখ আছে।

১১. হালাল ও হারাম সংক্রান্ত বর্ণনা প্রধান্য পেয়েছে।

দলগত কাজ:

শিক্ষার্থীরা মাক্কি ও মাদানি সূরার বৈশিষ্ট্যসমূহ পোস্টার পেপারে উপস্থাপন করবে।

আল কুরআনের বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য

কুরআন মাজিদ বিশ্বমানবতার জন্য হেদায়াতের বাণী নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই এই কুরআনের রয়েছে কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য, যার কারণে এটি সর্বশ্রেষ্ঠ। আমরা এখন আল কুরআনের সেই বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যসমূহ জানবো, যার মাধ্যমে এর মাহাত্ম্যও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

পূর্বযুগের বিভিন্ন উম্মত তাদের প্রতি প্রেরিত আসমানি কিতাব এবং তাদের নবির শিক্ষা নিজেদের সুবিধামতো পরিবর্তন করে নানারকম বিকৃতি ঘটিয়েছে। আল কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ, যা যাবতীয় বিকৃতি ও ভুলত্রুটি থেকে মুক্ত। এটিকে পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থারূপে অবতীর্ণ করা হয়েছে। মানব জাতির বর্তমান ও অনাগত কালের যে সব সমস্যা ও প্রয়োজন দেখা দেবে, তার সবকিছুরই মূলনীতি কুরআনে বলে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

অর্থ : আর আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ। (সুরা আন-নাহল, আয়াত : ৮৯)

কুরআন নাযিল হওয়ার সময় থেকে অদ্যাবধি অনেকেই একে মানুষের রচনা, কবিতা, যাদু ইত্যাদি বলে অপবাদ দিয়েছে। এতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এবং অনাগত কাল পর্যন্ত যাদের মনে এমন ধারণা জন্ম নেবে, তাদের সবাইকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন 'আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকলে তোমরা এটার অনুরূপ কোনো সূরা নিয়ে আস এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান কর'। (সুরা আল বাকারা, আয়াত: ৪৩) কুরআনের এটা একটি বড় মু'জিযা, আজ পর্যন্ত কোনো মানুষই কুরআনের অনুরূপ কিছুই রচনা করতে পারেনি। সর্বাত্মক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে বলতে বাধ্য হয়েছে- 'না, এটা কোনো মানুষের বাণী নয়।'

আল কুরআন কিয়ামত পর্যন্ত সকল সমস্যার সমাধান সম্বলিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব। এরপর আর কোনো গ্রন্থ অবতীর্ণ হবে না এবং প্রয়োজনও হবে না। এর আগে মানবজাতির হেদায়াতের জন্য তাওরাত, যাবুর, ইনজিল এ তিনটি বড় আসমানি কিতাব এবং ১০০ খানা সহিফা বিভিন্ন নবি-রাসুলের উপর নাযিল হয়েছিল। এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, তার কোনোটিই এখন আর অবিকৃত অবস্থায় বলবৎ নেই। তবে কুরআন মাজিদ সেসকল কিতাব নাযিল হওয়াকে সত্যায়ন করছে এবং উক্ত কিতাবসমূহের মৌলিক প্রয়োজনীয় শিক্ষাকে ধারণ করছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎস হলো আল-কুরআন। এ মহাগ্রন্থে ব্যাকরণ, আইন, গণিত, চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, দর্শন, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, সাহিত্য, তর্কশাস্ত্র, অলংকারশাস্ত্র, ফারাইজ (সম্পদ বণ্টনশাস্ত্র), বর্ষপঞ্জীসহ জীবনঘনিষ্ঠ সব প্রয়োজনীয় জ্ঞানের মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। মহাকাশবিজ্ঞান সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'আর তারা (গ্রহ-নক্ষত্র) প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে মহাশূন্যে পরিভ্রমণ করছে।' (সূরা ইয়াসিন, আয়াত : ৪০)।

আল-কুরআনের তিলাওয়াত ব্যক্তির হৃদয় প্রশান্ত ও তৃপ্ত করে। যতবার তিলাওয়াত করা হয় প্রতিবারই এর তিলাওয়াত ব্যক্তিকে নতুন চেতনায় ও কল্যাণচিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) ইসলামের শত্রু ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর বোন ফাতিমার কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত শুনে এতটাই বিগলিত হন যে, সাথে সাথে মুহাম্মাদ (সা.)-এর কাছে ছুটে যান এবং ইসলাম গ্রহণ করেন।

আল কুরআন মানবজীবনের সকল সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম। মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকসহ সকল সমস্যার সমাধান পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে দেওয়া আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ

অর্থ: 'আমি এ কিতাবে কোনো কিছুই বাদ দেইনি।' (সূরা আল-আনআম, আয়াত : ৩৮)

কুরআনের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য যত বিস্তৃতভাবে এবং যত গভীরভাবে জানা যায় তত ঈমান বাড়ে, কুরআনের প্রতি ভালোবাসা বাড়ে এবং আমল করার আগ্রহ তৈরি হয়। প্রিয় শিক্ষার্থীরা! চল, আমরা বেশি বেশি কুরআন অধ্যয়ন করি এবং তার আলোকে জীবন গড়ি। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফিক দান করুন। আল্লাহুম্মা আমিন।

দলগত কাজ

শিক্ষার্থীরা পবিত্র কুরআনের বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য ও মাহাত্ম্য নিয়ে দলে আলোচনা করে পোস্টার পেপারে উপস্থাপন করবে।

প্রতিফলন ডায়েরি লিখন (বাড়ির কাজ)

'কুরআন-হাদিসের নির্দেশনা আমি/আমরা কীভাবে অনুশীলন করতে পারি'

(উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে শিক্ষকের নির্দেশনা মোতাবেক তোমরা দলে/প্যানেলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করে উপস্থাপন করো।)

তাজবিদ

তাজবিদ শব্দের অর্থ হচ্ছে 'সুন্দর করা'। কুরআনের হরফগুলো সুন্দর করে পাঠ করা। ইসলামি পরিভাষায় তাজবিদ হচ্ছে কুরআন মাজিদের প্রতিটি হরফকে তার মূল মাখরাজ ও সিফাত থেকে আদায় করা। গুন্নাহ, পোর-বারিক, মাদ্দসহ অন্যান্য নিয়ম কানুন যথাযথভাবে পালন করে কুরআন তিলাওয়াত করাকে তাজবিদ বলে।

তাজবিদসহকারে কুরআন পাঠ করা ওয়াজিব। কারণ কুরআন মাজিদ যদি শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করা না হয়, তাহলে এর অর্থ ভিন্ন হয়ে যায়। মহান আল্লাহ তাজবিদসহ তিলাওয়াত সম্পর্কে বলেন–

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ۝

অর্থ : 'কুরআন তিলাওয়াত করো ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে।' (সুরা আল-মুযযাম্মিল, আয়াত : ০৪)

এক হরফের জায়গায় অন্য হরফ পাঠ করা, যেকোনো হরফকে বাড়িয়ে পড়া, যেকোনো হরফকে কমিয়ে পড়া এবং যের, যবর, পেশকে পরিবর্তন করে পাঠ করা মারাত্মক ভুল। এ ধরনের ভুলের জন্য সালাত ভঙ্গ হয়।

তাজবিদ অনুযায়ী কুরআন না পড়লে পাঠকারী গুনাহগার হবে এবং নামায শুদ্ধ হবে না। অন্যদিকে সহিহ শুদ্ধভাবে কুরআন পড়লে বান্দা প্রভূত সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হবে এবং কিয়ামতের দিন এটি বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। হাদিসে এসেছে–

اِقْرَءُوا الْقُرْاٰنَ فَإِنَّهُ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لِّأَصْحَابِهٖ

অর্থ : 'তোমরা কুরআন পাঠ কর। কেননা নিশ্চয়ই তা স্বীয় পাঠকের জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে।' (মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার কিতাব থেকে একটি হরফ পড়বে, সে একটি নেকি পাবে এবং একটি নেকিকে দশগুণ দেওয়া হবে। আমি বলি না الم একটি হরফ বরং ا একটি হরফ, ل একটি হরফ এবং م একটি হরফ।' (তিরমিযি)

কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করা ও অর্থ বুঝা আমাদের একান্ত কর্তব্য। এটি সর্বশ্রেষ্ঠ নফল ইবাদাত। কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত ও শিক্ষাদান করাকে রাসুল (সা.) মর্যাদাপূর্ণ আমল হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। হাদিসে এসেছে–

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ

অর্থ : 'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে তা শিক্ষা দেয়। (বুখারি)

ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে আমরা তাজবিদের বেশকিছু নিয়ম সম্পর্কে জেনেছি। এ শ্রেণিতে আমরা নুন সাকিন ও

তানবীনের কায়েদা ও মিম সাকিনের কায়েদা সম্পর্কে জানব।

নুন সাকিন ও তানবীনের বর্ণনা

যে নুন (ن) এর ওপর সাকিন (ـْ) হয় এবং তার পূর্বের হরফের সাথে মিলে একসাথে উচ্চারিত হয়, তাকে নুন সাকিন (نْ) বলে। নুন সাকিন আলাদাভাবে উচ্চারিত হতে পারে না। যেমন নুন সাকিন (نْ) মিমের সাথে মিলে মিন (مِنْ) হলো।

দুই যবর (ـً) দুই যের (ـٍ) এবং দুই পেশ (ـٌ) যখন কোনো হরফের ওপর বা নিচে ব্যবহার হয় তখন তাকে তানবীন বলে।

তানবীন অন্য হরফের সাথে যুক্ত হওয়া ব্যতীত উচ্চারিত হয় না। যেমন- (بًا), (بٍ), (بٌ) প্রকৃত রূপ (بَنْ) (بِنْ) (بُنْ)

নুন সাকিন ও তানবীন পড়ার নিয়ম: নুন সাকিন ও তানবীন পড়ার নিয়ম চারটি। যথা:

১. ইযহার (إِظْهَارٌ)
২. ইকলাব (إِقْلَابٌ)
৩. ইদগাম (إِدْغَامٌ)
৪. ইখফা (إِخْفَاءٌ)

নিম্নে আমরা এগুলোর নিয়ম সম্পর্কে উদাহরণসহ জানব।

১. ইযহার (إِظْهَارٌ) : ইযহার এর শাব্দিক অর্থ স্পষ্ট করা, প্রদর্শন করা।

পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে, নুন সাকিন ও তানবীনের পর হুরুফে হালকির ছয়টি হরফের যে কোনো একটি হরফ আসলে উক্ত নুন সাকিন ও তানবীনকে স্পষ্ট করে উচ্চারণ করতে হয়।

ইযহারের হরফ ছয়টি। যথা: ء ه ع ح غ خ এগুলোকে হুরুফে হালকিও বলা হয়। উদাহরণ:

নুন সাকিনের উদাহরণ	তানবীনের উদাহরণ
مَنْ عَلِمَ	عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ
ع+ نْ এখানে নুন সাকিনের পর ع এসেছে।	ح+ ـٌ এখানে তানবীনের পর ح এসেছে।
مَنْ اٰمَنَ	كُفُوًا أَحَدٌ

২. ইকলাব (إِقْلَابٌ) : ইকলাব এর শাব্দিক অর্থ পরিবর্তন করা। ইকলাবের হরফ হলো বা (ب)। নুন সাকিন ও তানবীনের পর (ب) হরফটি আসলে উক্ত নুন সাকিন ও তানবীনকে মিম (م) দ্বারা পরিবর্তন করে এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে গুন্নাহর সাথে পাঠ করাকে ইকলাব বলে। যেমন:

নুন সাকিনের উদাহরণ	তানবীনের উদাহরণ
مِنْۢ بَعْدِى	إِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ
نْ + ب এখানে নুন সাকিনের পর ب এসেছে।	ـٌ + ب এখানে তানবীনের পর ب এসেছে।

৩. ইদগাম (إِدْغَامٌ) : ইদগাম অর্থ মিলিয়ে পড়া, একত্র করা। ইদগামের হরফ ছয়টি যথা (ي ر م ل و ن) একত্রে এটিকে ইয়ারমালুন (يَرْمَلُوْنَ) বলে। তাজবিদশাস্ত্র অনুসারে, নুন সাকিন ও তানবীনের পর ইদগামের ছয়টি হরফ থেকে যে কোনো একটি হরফ থাকলে নুন সাকিন ও তানবীনের সাথে ঐ হরফকে একত্র করে মিলিয়ে পড়াকে ইদগাম বলা হয়।

ইদগামের ফলে নুন সাকিন বা তানবীনের পরবর্তী হরফটি তাশদিদ (ـّـ) যুক্ত হয়।

ইদগামের প্রকারভেদ : ইদগাম দুই প্রকার: যথা:

(ক) গুন্নাহসহ ইদগাম : নুন সাকিন ও তানবীনের পরে ইদগামের ৪টি হরফের (م ن و ي) যে কোনো একটি আসলে ঐ নুন সাকিন ও তানবীনকে তার পরবর্তী অক্ষরের সাথে গুন্নাহ সহকারে মিলিয়ে পাঠ করাকে গুন্নাহসহ ইদগাম বলে। এর অপর নাম ইদগাম নাকিস। যেমন:

নুন সাকিনের উদাহরণ	তানবীনের উদাহরণ
مَنْ يَّقُوْلُ	قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ،
نْ + ي এখানে নুন সাকিনের পর ي এসেছে।	ـٌ + م এখানে তানবীনের পর م এসেছে।
مِنْ وَّالٍ ، وَإِنْ نَّكَثُوْا	بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا

এখানে নুন সাকিন ও তানবীন এর পর ইয়া (ي), মিম (م), নুন (ن) এবং ওয়া (و) হরফ আসায় নুন সাকিন ও তানবীনকে ইয়া, মিম, নুন ও ওয়া এর সাথে মিলিয়ে এক আলিফ পরিমাণ গুন্নাহ করে পড়তে হয়।

(খ) গুন্নাহ ছাড়া ইদগাম : নুন সাকিন ও তানবীনের পরে ইদগামের দুটি হরফের (ر ل) যে কোনো একটি আসলে উক্ত নুন সাকিন ও তানবীনকে তার পরবর্তী অক্ষরের সাথে গুন্নাহ ছাড়া

মিলিয়ে পাঠ করাকে গুন্নাহ ছাড়া ইদগাম বলে। এর অপর নাম ইদগাম কামিল। যেমন :

নুন সাকিনের উদাহরণ	তানবীনের উদাহরণ
مِنْ رَّبِّكَ	غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ
نْ + ر এখানে নুন সাকিনের পর ر এসেছে।	ـٌ + ر এখানে তানবীনের পর ر এসেছে।

উপরের উদাহরণ দু'টিতে নুন সাকিন ও তানবীনের পরে রা (ر) এবং লাম (ل) এসেছে। এক্ষেত্রে নুন সাকিন ও তানবীনকে এদের সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে। তবে গুন্নাহ করা যাবে না।

উল্লেখ্য নুন সাকিন ও তানবীনের ইদগাম হওয়ার জন্য নুন সাকিন ও তানবীনের পরে ভিন্ন শব্দের শুরুতে ইদগামের হরফ থাকতে হবে। একই শব্দে নুন সাকিন ও তানবীনের পরে ইদগামের হরফ থাকলে ইদগাম হয় না।

যেমন : (دُنْيَا، بُنْيَانٌ، صِنْوَانٌ، قِنْوَانٌ)

উপরের উদাহরণগুলোতে নুন সাকিন ও তানবীনের পর একই শব্দে ওয়াও ও ইয়া এসেছে তাই ইদগাম হবে না।

৪. ইখফা (إِخْفَاءٌ) : ইখফা অর্থ গোপন করা, পরিভাষায় নুন সাকিন ও তানবীনের পর ইখফার হরফের যে কোনো একটি হরফ আসলে উক্ত নুন সাকিন ও তানবীনকে নাসিকা সংযোগে গোপন করে এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়াকে ইখফা বলা হয়।

ইখফার হরফ ১৫টি। যথা : ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك

নুন সাকিনের উদাহরণ	তানবীনের উদাহরণ
لَنْ تَفْعَلُوْا	خَيْرًا كَثِيْرًا
نْ + ت এখানে নুন সাকিনের পর ت এসেছে।	ـً + ك এখানে তানবীনের পর ك এসেছে।
مِنْ جُوْعٍ	مَكَانًا سُوًى

আমরা নুন সাকিন ও তানবীন এর নিয়মগুলো জানবো, শিখবো এবং নিয়মগুলো মেনে কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করবো।

দলগত কাজ :

শিক্ষার্থীরা নুন সাকিন ও তানবীনের নিয়ম ব্যবহার করে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করবে। শিক্ষক তিলাওয়াত শুনে তাদের মূল্যায়ন করবেন।

মিম সাকিন

মিম সাকিন : মিম (م) হরফের উপর সাকিন (ـْ) হলে তাকে মিম সাকিন (مْ) বলে।

মিম সাকিন পড়ার নিয়ম তিনটি। যথা:

১. ইখফা (إِخْفَاءٌ)
২. ইদগাম (إِدْغَامٌ)
৩. ইযহার (إِظْهَارٌ)

১. **ইখফা (إِخْفَاءٌ)** : ইখফা অর্থ গোপন করা। (مْ + ب) মিম সাকিনের পরে 'বা' (ب) হরফ আসলে ঐ মিম সাকিনকে গুন্নাহ সহকারে পড়াকে ইখফা বলে।

এ প্রকারের মিম সাকিন উচ্চারণ কালে দুই ঠোঁট মিলিত হয়ে সামান্য গুন্নাহ লোপ পায়, মিম হরফটি হালকা উচ্চারিত হয় এবং এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয়। এ রকম পড়াকে ইখফায়ে শাফাভি বলে।

উদাহরণ : تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ

এখানে মিম সাকিনের পর 'ب' অক্ষর থাকায় গুন্নাহসহ পড়তে হবে।

২. **ইদগাম (إِدْغَامٌ)** : ইদগাম অর্থ মিলিয়ে পড়া। (مْ + م) মিম সাকিনের পর যদি হরকতযুক্ত মিম (مْ) থাকে তাহলে উক্ত মিম সাকিনকে পরবর্তী মিমের সাথে গুন্নাহ সহকারে মিলিয়ে পাঠ করাকে ইদগাম বলে। এক্ষেত্রে মিম সাকিনের পরের মিমের উপর তাশদিদ থাক বা না থাক, তাশদিদ ধরে গুন্নাহ করে পড়তে হবে।

উদাহরণ: اَلَّذِيْٓ أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ، إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ

৩. **ইযহার (إِظْهَارٌ)** : ইযহার অর্থ স্পষ্ট করা । (مْ + ব ও م ব্যতীত অন্য হরফ) মিম সাকিনের পরে 'বা' (ب) এবং 'মিম' (م) ব্যতীত বাকি সাতাশ হরফের কোনো একটি হরফ আসলে উক্ত মিম সাকিনকে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করাকে মিম সাকিনের ইযহার বলে।

উদাহরণ: لَهُمْ فِيْهَا ، أَلَمْ نَجْعَلْ ، اَلْحَمْدُ

উপরের উদাহরণগুলোতে মিম স্পষ্ট করে উচ্ছারণ করতে হবে।

আমরা মিম সাকিন এর নিয়মগুলো জানবো, শিখবো এবং নিয়ম মেনে কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করব।

বাড়ির কাজ

তোমরা পাঠ্যপুস্তকে নির্ধারিত সূরাসমূহ বাড়িতে শুদ্ধভাবে অনুশীলন/চর্চা করবে।

(এক্ষেত্রে তুমি তাজবিদের নিয়মগুলো তোমার পরিবারের সদস্যদের অবহিত করতে পারো।)

অর্থ ও পটভূমিসহ কুরআন মাজিদের কয়েকটি সূরা

সূরা আল কাওসার (سُوْرَةُ الْكَوْثَرِ)

সূরা আল কাওসার আল কুরআনের ১০৮তম সূরা। এটি মক্কায় অবতীর্ণ। এর আয়াত সংখ্যা ৩টি। এ সূরার প্রথম আয়াতের শেষ শব্দ আল কাওসার থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে সূরা আল কাওসার।

শানে নুযুল

রাসুলুল্লাহ (সা:)-এর পুত্র কাসেম অথবা ইবরাহিম যখন শৈশবেই মারা গেলেন, তখন মক্কার কাফিররা তাঁকে (اَلْأَبْتَرُ) বা নির্বংশ বলে উপহাস করতে লাগল। তাদের মধ্যে আস ইবনে ওয়ায়েল-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার সামনে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আলোচনা হলে সে বলত, আরে তার কথা বাদ দাও, সে তো কোনো চিন্তারই বিষয় নয়। কারণ সে নির্বংশ। তার মৃত্যুর পর তার নাম উচ্চারণ করার মতো কেউ থাকবে না। এর পরিপ্রেক্ষিতে সূরা আল কাওসার অবতীর্ণ হয়। (ইবনে কাসির, মাযহারী)

শব্দার্থ

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
إِنَّا	নিশ্চয়ই আমি	وَانْحَرْ	এবং আপনি কুরবানি করুন
اَعْطَيْنٰكَ	আপনাকে দান করেছি	إِنَّ	নিশ্চয়ই

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
اَلْكَوْثَرَ	কাওসার বা সবকিছুর আধিক্য	شَانِئَكَ	আপনার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী
فَصَلِّ	সুতরাং আপনি সালাত আদায় করুন	هُوَ	সে
لِرَبِّكَ	আপনার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে	اَلْأَبْتَرُ	লেজকাটা, নির্বংশ

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।
إِنَّآ أَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۝	(১) নিশ্চয়ই আমি আপনাকে কাওসার দান করেছি।
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝	(২) সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করুন এবং কুরবানি করুন।
إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝	(৩) নিশ্চয়ই আপনার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই তো লেজকাটা, নির্বংশ।

ব্যাখ্যা

সূরা কাওসারের শুরুতে মহান আল্লাহ রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে কাওসার তথা ইহকাল ও পরকালের যাবতীয় কল্যাণ দেওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। কাওসার অর্থ হাউজে কাওসার। হাউজে কাওসার হলো জান্নাতের একটি ঝরনা, যার কিনারা স্বর্ণের, তলদেশ মণি-মুক্তার, যার মাটি মিশক থেকেও সুগন্ধি, যার পানি মধুর চেয়েও মিষ্টি।

এই মহান পুরস্কারের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁকে দু'টি বিষয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সে দু'টি হলো সালাত ও কুরবানি। পুত্রসন্তান না থাকার কারণে কাফিররা রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে আবতার বা নির্বংশ বলে গালি দিত। এর জবাবে বলা হয়েছে যে, শুধু পুত্রসন্তান না থাকার কারণে যারা রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে নির্বংশ বলে, তারা তাঁর প্রকৃত মর্যাদা সম্পর্কে বেখবর। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বংশগত সন্তান-সন্ততিও কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যদিও তা কন্যা সন্তানের দিক থেকে হয়। একদিকে শত্রুদের উক্তি নস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে, অপরদিকে আরও বলা হয়েছে যারা আপনাকে নির্বংশ বলে প্রকৃতপক্ষে তারাই নির্বংশ।

শিক্ষা

১. রাসুলুল্লাহ (সা.) আল্লাহ তা'আলার কাছে সর্বাধিক প্রিয় ও সম্মানিত।

২. কিয়ামতের দিন রাসুল (সা.) হাউজে কাওসারের মালিক হবেন। তিনি তাঁর প্রিয় উম্মতকে এখান থেকে পানি পান করাবেন।

৩. যারা রাসুলের অনুকরণ অনুসরণ করবে না, তারা কাওসারের পানি পান করার সৌভাগ্য লাভ করবে না।

৪. সালাত যেমন শারীরিক ইবাদাতের মধ্যে অন্যতম, তেমনি কুরবানি আর্থিক ইবাদাতের মধ্যে অন্যতম।

৫. প্রিয়নবি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বিরোধিতা করার পরিণাম খুবই মারাত্মক।

দলগত কাজ

শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সাথে সূরা আল কাওসার তিলাওয়াত করবে। এরপর সূরাটির অর্থ খাতায় লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

সূরা আল মা'উন (سُوْرَةُ الْمَاعُوْنِ)

সূরা আল মা'উন আল কুরআনের ১০৭তম সূরা। এর আয়াত সংখ্যা ৭টি। এর প্রথম তিন আয়াত মক্কায়, বাকি অংশ মদিনায় অবতীর্ণ। এ সূরার শেষ শব্দ আল মা'উন (الْمَاعُوْنَ) রয়েছে বিধায় এর নামকরণ করা হয়েছে সূরা আল মা'উন।

শানে নুযুল

আবু জাহলের অভিভাবকত্বে একটি ইয়াতিম ছেলে ছিল। যার সাথে সে খারাপ ব্যবহার করত। সূরার প্রথম তিন আয়াত সে সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। সূরার চার থেকে ছয় নম্বর আয়াতে যাদের দিকে ইশারা করা হয়েছে, তারা ঐ শ্রেণির মুনাফিক, যাদের অস্তিত্ব মক্কায় ছিল না। মদিনায় আগমনের পর এ ধরনের লোক দেখানো সালাত আদায়কারীদের সন্ধান মিলে। শেষের চার আয়াতে মদিনার মুনাফিকদের লোক দেখানো সালাত আদায় সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়।

শব্দার্থ

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
أَرَأَيْتَ	আপনি কি দেখেছেন?	اَلْمِسْكِيْنِ	অভাবগ্রস্ত
أَلَّذِيْ	তাকে	فَوَيْلٌ	সুতরাং দুর্ভোগ
يُكَذِّبُ	সে অস্বীকার করে/মিথ্যা প্রতিপন্ন করে	لِّلْمُصَلِّيْنَ	সালাত আদায়কারীদের জন্য
بِالدِّيْنِ	দ্বীন বা প্রতিদান দিবস	أَلَّذِيْنَ	যারা
فَذٰلِكَ	সে তো সে-ই	هُمْ	তারা
يَدُعُّ	সে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়	عَنْ صَلَاتِهِمْ	তাদের সালাত সম্বন্ধে
الْيَتِيْمَ	ইয়াতিম	سَاهُوْنَ	উদাসীন
وَلَا يَحُضُّ	এবং সে উৎসাহ দেয় না	يُرَآءُوْنَ	তারা দেখায়
عَلٰى	ওপর	وَيَمْنَعُوْنَ	এবং তারা বিরত থাকে।
طَعَامِ	খাদ্য	اَلْمَاعُوْنَ	গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোট-খাট জিনিস

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	**দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।**
أَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۝	(১) আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে দ্বীনকে অস্বীকার করে?
فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۝	(২) সে তো সে-ই, যে ইয়াতিমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়।

وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝	(৩) এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না।
فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝	(৪) সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের,
الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝	(৫) যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন,
الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۝	(৬) যারা লোক দেখানোর জন্য উহা করে,
وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۝	(৭) এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোট-খাট সাহায্য দানে বিরত থাকে।

ব্যাখ্যা

এ সূরার শুরুতে প্রশ্নবোধক শব্দ প্রয়োগ করে পরবর্তী অংশের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা রাসুলুল্লাহ (সা)-কে সম্বোধন করে বলেছেন, 'আপনি কি দেখেছেন তাকে যে দ্বীন তথা প্রতিদান দিবসকে অস্বীকার করছে?' এ সূরায় নিকৃষ্ট দু'টি শ্রেণি তথা কাফির ও মুনাফিকদের কতিপয় মন্দ স্বভাব উল্লেখ করে তার পরিণতিস্বরূপ জাহান্নামের শাস্তির বর্ণনা করা হয়েছে।

কাফিররা প্রতিদান দিবসকে অস্বীকার করে। বিশেষত এখানে আস ইবনে ওয়ায়েলকে বুঝানো হয়েছে। মুমিন ব্যক্তি বিচার দিবসকে অস্বীকার করে না। এ কারণেই প্রথমে এমন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যে বিচার দিবস তথা কিয়ামত অস্বীকার করে। কাফিরেরা ইয়াতিমের সাথে দুর্ব্যবহার করতো। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মিসকিনকে খাদ্য দিতো না এবং অপরকে খাদ্য দিতে উৎসাহ দিতো না।

দ্বিতীয় শ্রেণি হচ্ছে কপটচারী মুনাফিক সম্প্রদায় বিশেষত আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সুলুল। এ সূরার দ্বিতীয় অংশে তাদের মন্দ বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। তারা লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় করতো যাকাত দিত না, নিত্য ব্যবহার্য ছোটখাট জিনিসপত্র দিয়ে কাউকে সাহায্য করতো না। এসব কাজ স্বভাবতই নিন্দনীয় এবং ভয়াবহ গুনাহের। যদি কেউ কুফরবশত এসব কাজ করে, তবে তার শাস্তি চিরস্থায়ী জাহান্নাম।

শিক্ষা

১. প্রতিদান দিবস বা বিচার দিবসকে অস্বীকার করা জঘন্য অপরাধ, এটা মুমিনের কাজ হতে পারে না বরং এটা কাফির ও মুনাফিকদের কাজ।

২. ইয়াতিম ও অসহায় দুঃস্থদের তাড়িয়ে না দিয়ে তাদের যথাসম্ভব সাহায্য-সহযোগিতা করা।

৩. ইয়াতিম ও অসহায় দুঃস্থদের সাহায্য সহযোগিতার জন্য পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও পাড়া-প্রতিবেশী সকলকে উৎসাহ উদ্দীপনা প্রদান করা।

৪. সালাতে অলসতা করা যাবে না।

৫. লোক দেখানো সালাত আদায় করা যাবে না।

৬. সালাতে উদাসীন ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ পরিণতি।

৭. নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ধার দেওয়াতে কৃপণতা করা যাবে না।

দলগত কাজ

শিক্ষার্থীরা সূরা আল মাউন এর আলোকে ব্যক্তিগত জীবনে করণীয় লিখে একটি রঙ্গিন পোস্টার তৈরি করবে।

সূরা কুরাইশ (سُوْرَةُ قُرَيْشٍ)

সূরা কুরাইশ আল কুরআনের ১০৬তম সূরা। এটি মক্কায় অবতীর্ণ। এর আয়াত সংখ্যা ৪টি। এ সূরার প্রথম আয়াতের শেষ শব্দ কুরাইশ থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে সূরা কুরাইশ।

শানে নুযুল

মক্কা নগরীতে পবিত্র কা'বা ঘর অবস্থিত। কুরাইশরা এ গৃহের দেখাশোনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করত। তারা ছিল ব্যবসায়ী। তাদের ব্যবসায়ী কাফেলা গ্রীষ্মকালে সিরিয়া ও শীতকালে ইয়েমেনে গমন করত। আর পবিত্র কা'বা গৃহের পরিচর্যার দায়িত্ব পালনের কারণেই তারা ইয়েমেন ও সিরিয়ায় নিরাপদে ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারত। আবরাহার আক্রমণ থেকেও তারা রক্ষা পেয়েছিল। এ সমস্ত নিয়ামত তারা পেয়েছিল শুধুমাত্র কা'বা গৃহের সাথে থাকতো বলেই। তাই তাদের এই নিয়ামতের উল্লেখপূর্বক এই ঘরের প্রভু তথা আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করার আহবান করে এই সূরা অবতীর্ণ হয়।

শব্দার্থ

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
لِاِيْلٰفِ	যেহেতু আসক্তি আছে	هٰذَا	এই
قُرَيْشٍ	কুরাইশের	الْبَيْتِ	গৃহ
اٖلٰفِهِمْ	আসক্তি আছে তাদের	الَّذِيْ	যিনি
رِحْلَةَ	সফর	أَطْعَمَهُمْ	তাদেরকে আহার দিয়েছেন
الشِّتَآءِ	শীত	مِنْ	হতে
الصَّيْفِ	গ্রীষ্ম	جُوْعٍ	ক্ষুধা
فَلْيَعْبُدُوْا	অতএব, তারা ইবাদাত করুক	اٰمَنَهُمْ	তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।
رَبَّ	মালিক	خَوْفٍ	ভীতি

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।
لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۙ	(১) যেহেতু কুরাইশদের আসক্তি আছে,
اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۚ	(২) আসক্তি আছে তাদের শীত ও গ্রীষ্মে সফরের
فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۙ	(৩) অতএব, তারা ইবাদাত করুক এই গৃহের মালিকের,
الَّذِيْٓ أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۚ	(৪) যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভীতি হতে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।

ব্যাখ্যা

মক্কা ছিল একটি অনুর্বর মরুঅঞ্চল। সেখানে চাষাবাদ হতো না। এমন বাগবাগিচাও ছিলো না, যা থেকে ফল ফলাদি পাওয়া যেতে পারে। সেখানে খাদ্য-সামগ্রী বাইরে থেকে আনা হতো। তাই বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কুরাইশরা বিদেশ সফর করত। সেখান থেকে প্রয়োজনীয় জীবনোপকরণ সংগ্রহ করতো। এর ওপরই মক্কাবাসীদের জীবিকা নির্ভরশীল ছিল। কুরাইশরা কাবার তত্ত্বাবধায়ক ছিল। ফলে সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র ছিল। তাদের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে কেউই বাঁধা দিত না। দস্যু ও শত্রুদের আক্রমণের ভীতি হতে তারা নিরাপদ ছিল। আল্লাহ তা'আলা মক্কাবাসীদের প্রতি এসব অনুগ্রহ উল্লেখপূর্বক তাদের কৃতজ্ঞতা আদায় করার নির্দেশ প্রদান করেন।

কুরাইশদের মর্যাদা

আল্লাহ তা'আলা কুরাইশদের সাতটি বিষয়ে মর্যাদা দান করেছেন;

(১) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল (সা.) তাদের মধ্য হতে এসেছেন;

(২) নবুওয়াত তাদের মধ্য হতে এসেছে;

(৩) কাবাগৃহের তত্ত্বাবধান;

(৪) হাজীদের পানি পান করানোর দায়িত্ব পালন;

(৫) আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে হস্তীবাহিনীর বিরুদ্ধে সাহায্য করেছেন;

(৬) উক্ত ঘটনার পর কুরাইশরা দশবছর যাবত আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কারো ইবাদাত করেনি;

(৭) আল্লাহ তা'আলা তাদের বিষয়ে কুরআনে পৃথক একটি সূরা নাযিল করেছেন যাতে তারা ছাড়া আর কারো আলোচনা করা হয়নি।

শিক্ষা

১. আল্লাহ তা'আলা ব্যবসায়িক সফরে কুরাইশদের নিরাপত্তা দিয়ে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। নিরাপত্তা প্রদানের মালিক আল্লাহ।

২. আল্লাহর ঘরে প্রবেশ করলে নিরাপত্তা লাভ করা যায়।

৩. আল্লাহ তা'আলা কুরাইশদের অসংখ্য অগণিত নিয়ামত দান করেছেন।

৪. প্রাপ্ত নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা।

৫. মহান আল্লাহর ইবাদাত করা।

দলগত কাজ

শিক্ষার্থীরা সূরা কুরাইশ শুদ্ধরূপে তিলাওয়াত করবে। এরপর পরস্পরের মধ্যে এ সূরাটির শিক্ষা আলোচনা করবে।

সূরা আল কারি'আহ (سُوْرَةُ الْقَارِعَةِ)

সূরা আল কারি'আহ কুরআনের ১০১তম সূরা। এটি মক্কায় অবতীর্ণ। এর আয়াত সংখ্যা ১১টি। এ সূরার প্রথম শব্দ আল কারি'আহ থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে সূরা আল কারি'আহ। قَرْعٌ শব্দটির অর্থ সজোরে আঘাত করা যাতে ভীষণ শব্দ হয় এবং যে সজোরে আঘাত করে তাকে قَارِعٌ বলা হয়। এখানে এই শব্দটির অর্থ কিয়ামত বা মহাপ্রলয়।

শানে নুযুল

কাফিরদের স্বভাব ছিল পরকালকে অস্বীকার করা। মক্কার কাফির মুশরিকদের কিয়ামত দিবস ও পরকালীন জবাবদিহিতা অস্বীকারের পরিপ্রেক্ষিতে এই সূরা অবতীর্ণ হয়।

শব্দার্থ

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
اَلْقَارِعَةُ	মহাপ্রলয়	ثَقُلَتْ	ভারী হবে
وَمَآ أَدْرَاكَ	এবং আপনি কী জানেন?	مَوَازِيْنُهٗ	পাল্লা
يَوْمَ	সেই দিন	فَهُوَ	অতঃপর সে
يَكُوْنُ	হবে	فِىْ	মধ্যে
النَّاسُ	মানুষ	عِيْشَةٍ	জীবন
كَالْفَرَاشِ	পতঙ্গের মতো	رَاضِيَةٍ	সন্তোষজনক
الْمَبْثُوْثِ	বিক্ষিপ্ত	خَفَّتْ	হালকা হবে

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
وَتَكُوْنُ	এবং হবে	فَأُمُّهٗ	তার স্থান
الْجِبَالُ	পর্বতসমূহ	هَاوِيَةٌ	হাবিয়া নামক জাহান্নাম
كَالْعِهْنِ	রঙিন পশমের মতো	مَا هِيَهْ	সেটা কী
الْمَنْفُوْشِ	ধূনিত	نَارٌ	অগ্নি
فَأَمَّا	তখন	حَامِيَةٌ	অতি উত্তপ্ত

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।
اَلْقَارِعَةُ ۙ	(১) মহাপ্রলয়,
مَا الْقَارِعَةُ ۚ	(২) মহাপ্রলয় কী?
وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ؕ	(৩) মহাপ্রলয় সম্বন্ধে আপনি কী জানেন?
يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۙ	(৪) সেই দিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মতো,
وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ؕ	(৫) এবং পর্বতসমূহ হবে ধূনিত রঙিন পশমের মতো।
فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۙ	(৬) তখন যার পাল্লা ভারি হবে,
فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ؕ	(৭) সে তো লাভ করবে সন্তোষজনক জীবন।
وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ۙ	(৮) কিন্তু যার পাল্লা হালকা হবে,

فَأُمُّهُۥ هَاوِيَةٌ ۝	(৯) তার স্থান হবে ‘হাবিয়া’।
وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا هِيَهْ ۝	(১০) আপনি কি জানেন সেটা কী?
نَارٌ حَامِيَةٌۢ ۝	(১১) সেটা অতি উত্তপ্ত অগ্নি।

ব্যাখ্যা

এ সূরায় কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতা তুলে ধরা হয়েছে। কিয়ামত দিবসে আসমানসমূহ চূর্ণবিচূর্ণ হবে। পৃথিবী প্রকম্পিত হবে। পাহাড়সমূহ তুলার মতো উড়তে থাকবে। তারকাসমূহ খসে পড়বে। চন্দ্র ও সূর্য তাদের আলো হারিয়ে ফেলবে। ইসরাফিলের শিঙ্গার ফুৎকারে সকল মানুষ তাদের স্ব স্ব কবর থেকে বিচার দিবসের ময়দানে একত্রিত হবে। ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সবাই স্রোতের ন্যায় জড়ো হতে থাকবে। সেদিন পাহাড়সমূহ সমূলে উৎপাটিত হবে। টুকরো টুকরো হয়ে মহাশূন্যে উড়তে থাকবে। আল্লাহ তা‘আলা আমল পরিমাপের জন্য মিজানের পাল্লা প্রস্তুত করবেন। মুমিনদের মধ্যে সৎকর্ম ও অসৎকর্মের পার্থক্য বিধানের জন্য আমল পরিমাপ করা হবে। যার নেক আমলের ওজন বদ আমল থেকে ভারি হবে, সে আনন্দময় জীবন লাভ করবে। আর যার হালকা হবে তার আবাসস্থল হবে হাবিয়া নামক জাহান্নাম। যার আগুনের তীব্রতা হবে কঠিন ও ভয়াবহ।

শিক্ষা

১. পৃথিবী ও পৃথিবীর জীবন খুবই ক্ষণস্থায়ী।

২. আল্লাহ তা‘আলা এই পৃথিবীর সকল কিছুর নিয়ন্ত্রণ করেন এবং মহাপ্রলয়ের মাধমে তিনিই সবকিছু ধ্বংস করবেন।

৩. ইখলাসের সাথে করা আমল মিজানের পাল্লায় ভারি হবে, অপরদিকে ইখলাসবিহীন আমল হালকা হবে।

৪. কিয়ামতের মাঠে মানুষের আমলের হিসাব নেওয়া হবে।

৫. বদ আমল জাহান্নামে যাওয়ার কারণ।

দলগত কাজ

শিক্ষার্থীরা সূরা আল কারি‘আহ শুদ্ধরূপে তিলাওয়াত করবে। এরপর পরস্পরের মধ্যে এ সূরাটির শিক্ষা আলোচনা করবে।

সূরা যিলযাল (سُوْرَةُ الزِّلْزَالِ)

সূরা আল যিলযাল আল কুরআনের ৯৯তম সূরা। এটি মদিনায় অবতীর্ণ। এর আয়াত সংখ্যা ৮টি। এ সূরার প্রথম আয়াতের শেষ শব্দ যিলযাল থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে সূরা আল যিলযাল। রাসুলুল্লাহ (সা.) সূরা যিলযালকে কুরআনের অর্ধেক বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

শানে নুযুল

কাফিরদের অভ্যাস ছিল রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে পরকাল ও কিয়ামত দিবসের সময় সম্পর্কে বারবার জিজ্ঞাসা করা। পবিত্র কুরআন মাজিদের বিভিন্ন সূরায় একথা এসেছে। তাদের জিজ্ঞাসার জবাবে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের আলামতের বর্ণনা দিয়ে এই সূরা অবতীর্ণ করেন।

সেসময় দুই ব্যক্তি ছিল। তাদের একজন সামান্য পরিমাণ দান করাকে তুচ্ছ মনে করে বিরত থাকতো। অপরজন মিথ্যা বলা, গীবত করা ও কুদৃষ্টি ইত্যাদি গুনাহসমূহকে হালকা মনে করতো। সে ভাবত কবিরাগুনাহের জন্য কেবল জাহান্নামের শাস্তি হবে। তাদের এই ভ্রান্ত ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে শেষের দুই আয়াত নাযিল হয়।

শব্দার্থ

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
إِذَا	যখন	أَوْحٰى	আদেশ করবেন
زُلْزِلَتِ	প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে	يَصْدُرُ	বের হবে, প্রকাশিত হবে
اَلْأَرْضُ	পৃথিবী, জমিন, মাটি	اَشْتَاتًا	ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, পৃথক পৃথক ভাবে
وَأَخْرَجَتْ	এবং বের করে দেবে	لِّيُرَوْا	যাতে তাদেরকে দেখানো যায়
أَثْقَالَ	বোঝাসমূহ	أَعْمَالَهُمْ	তাদের কৃতকর্ম
وَقَالَ	এবং সে বলবে	فَمَنْ	অতপর সে
اَلْإِنْسَانُ	মানুষ	يَعْمَلْ	কাজ করবে
مَا لَهَا	এর কী হল?	مِثْقَالَ	পরিমাণ
يَوْمَئِذٍ	সে দিন	ذَرَّةٍ	অণু

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
تُحَدِّثُ	বর্ণনা করবে	خَيْرًا	সৎকর্ম
أَخْبَارَ	সংবাদসমূহ	يَرَهُ	তা দেখবে
رَبَّكَ	তোমার প্রতিপালক	شَرًّا	অসৎকর্ম

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।
اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۙ	(১) পৃথিবী যখন আপন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে,
وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۙ	(২) এবং পৃথিবী যখন তার অভ্যন্তরস্থ ভার বের করে দেবে,
وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۚ	(৩) এবং মানুষ বলবে,'এর কী হলো?'
يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ۙ	(৪) সে দিন পৃথিবী তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে,
بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحٰى لَهَا ؕ	(৫) কারণ তোমার প্রতিপালক তাকে আদেশ করবেন,
يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۙ لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ؕ	(৬) সে দিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো যায়,
فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ؕ	(৭) কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে সে তা দেখবে
وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۚ	(৮) এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে সে তাও দেখবে।

ব্যাখ্যা

এ সূরায় চমৎকারভাবে কিয়ামত দিবসের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। পৃথিবী যখন স্বীয় কম্পনে প্রকম্পিত হবে। তখন পৃথিবী তার ভিতরের সবকিছু স্বর্ণ খণ্ডের আকারে বের করে দেবে। তখন যে ব্যক্তি ধন-সম্পদের জন্য কাউকে হত্যা করেছিল, সে তা দেখে বলবে, এর জন্যেই কি আমি এত বড় অপরাধ করেছিলাম? যে ব্যক্তি অর্থের কারণে আত্মীয়দের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিল, সে বলবে, এর জন্যই কি আমি এ কাণ্ড করেছিলাম?

চুরির কারণে যার হাত কাটা হয়েছিল, সে বলবে, এর জন্যই কি আমার নিজের হাত হারিয়েছিলাম? তখন কেউ এসব স্বর্ণখণ্ডের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করবে না।

জমিন তার ভিতরে যত খনিজ সম্পদ রয়েছে, তা সব বাইরে বের করে দিবে। মানুষ বিস্মিত হয়ে ভয়ে বলতে থাকবে এই জমিনের কী হলো? এত কাঁপছে কেন? ভিতর থেকে সব বের করে দিচ্ছে কেন? সেদিন জমিন আল্লাহর হুকুমে তার ওপর মানুষ যেসব আমল করেছে তার সাক্ষ্য দিবে। কেউ ঈমানের সাথে অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে সে তা দেখবে। তাকে তার প্রতিদান দেওয়া হবে। কুফর অবস্থায় কৃত সৎকর্ম পরকালে ধর্তব্য হবে না। আর কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে সে তা দেখবে এবং তাকে তার শাস্তি পেতে হবে।

শিক্ষা

১. কিয়ামতের দিন সার্বিক পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ হবে।

২. কিয়ামতের দিন জমিন সাক্ষ্য দিবে তার উপর মানুষ কী কী করেছে।

৩. কিয়ামতের দিন মানুষ বিভিন্ন দলে তাদের আমলের হিসাব দেওয়ার জন্য বের হবে।

৪. কিয়ামতের দিন মানুষ তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আমলসমূহ দেখতে পাবে এবং এর প্রতিদান পাবে।

৫. নেক আমল অণু পরিমাণ হলেও তা পরিহার করা যাবে না। অপরদিকে বদ আমল যত ক্ষুদ্র হোক না কেন তা অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে।

দলগত কাজ

শিক্ষার্থীরা সূরা যিলযাল শুদ্ধরূপে তিলাওয়াত করবে। এরপর পরস্পরের মধ্যে এ সূরাটির শিক্ষা আলোচনা করবে।

আয়াতুল কুরসি

আয়াতুল কুরসি কুরআন মাজিদের সর্ববৃহৎ সূরা আল-বাকারার ২৫৫ নং আয়াত। এটি আল-কুরআনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আয়াত। কুরসি শব্দের অর্থ আসন, সিংহাসন, সাম্রাজ্য, মহিমা, জ্ঞান ইত্যাদি। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার পরিচয়, পূর্ণ ক্ষমতা, মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা করা হয়েছে। এ জন্য এ আয়াতকে আয়াতুল কুরসি বলা হয়।

রাসুল (সা.) আয়াতুল কুরসিকে সবচেয়ে উত্তম আয়াত বলে অভিহিত করেছেন। মহানবি (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয সালাতের পর আয়াতুল কুরসি নিয়মিত পাঠ করে, তার জন্য বেহেশতে প্রবেশের পথে একমাত্র মৃত্যু ব্যতীত আর কোনো বাধা থাকে না।' অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে সাথেই সে বেহেশতে প্রবেশ করবে এবং আরাম আয়েশ উপভোগ করতে শুরু করবে।

অন্য হাদিসে মহানবি (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে ও শয়নকালে আয়াতুল কুরসি পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে রক্ষা করবেন। (তিরমিযি)

অন্য এক হাদিসে এসেছে, রাসুল (সা.) উবাই ইবনে কা'বকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আল কুরআনের মধ্যে কোন আয়াতটি সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ? উবাই ইবনে কা'ব জবাব দিলেন, তা হচ্ছে আয়াতুল কুরসি। রাসুল (সা.) তা সমর্থন করে বললেন, হে আবুল মুনজির! [উবাই ইবনে কা'ব এর ডাকনাম] তোমাকে এ উত্তম জ্ঞানের জন্য ধন্যবাদ। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন। এর একটি জিহ্বা ও দু'টি ঠোঁট রয়েছে, যা দিয়ে আরশের অধিকারীর পবিত্রতা বর্ণনা করে। (আহমদ)

শব্দার্থ

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
إِلٰهَ	ইলাহ, মাবুদ	يَعْلَمُ	তিনি জানেন
هُوَ	সে, তিনি	أَيْدِيْهِمْ	তাদের সামনে
الْحَيُّ	চিরঞ্জীব	خَلْفَهُمْ	তাদের পেছনে
الْقَيُّوْمُ	চিরস্থায়ী, সর্বসত্তার ধারক	لَا يُحِيْطُوْنَ	তারা আয়ত্ত করতে পারে না, বেষ্টন করতে পারে না
لَا تَأْخُذُهٗ	তাঁকে স্পর্শ করে না	شَيْءٍ	জিনিস, বস্তু
سِنَةٌ	তন্দ্রা	عِلْمِ	জ্ঞান
نَوْمٌ	ঘুম, নিদ্রা	شَآءَ	তিনি ইচ্ছা করেছেন
السَّمٰوٰتِ	আসমানসমূহ	وَسِعَ	তা বিস্তৃত হয়েছে, পরিব্যাপ্ত হয়েছে

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
اَلْأَرْضِ	জমিন, পৃথিবী, ভূপৃষ্ঠ	لَا يَئُوْدُ	তাঁকে ক্লান্ত করে না
يَشْفَعُ	সে সুপারিশ করবে	حِفْظُ	রক্ষণাবেক্ষণ
عِنْدَهٗ	তাঁর কাছে	الْعَلِيُّ	অতিমহান, সুউচ্চ
بِإِذْنِهٖ	তাঁর অনুমতিতে	الْعَظِيْمُ	সর্বশ্রেষ্ঠ, মহান

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।
اَللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ	আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী।
لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ	তন্দ্রা বা নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না।
لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ؕ	আসমান ও জমিনে যা কিছু রয়েছে সমস্ত তাঁরই।
مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ إِلَّا بِإِذْنِهٖ ؕ	কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে?
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ	তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন।
وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ	তিনি যা ইচ্ছা করেন, তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কোনো কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না।

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ ۚ	তাঁর কুরসি আসমান ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত।
وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ	আর এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না।
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ○	আর তিনি অতি মহান, সর্বশ্রেষ্ঠ।

ব্যাখ্যা

আয়াতুল কুরসিতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা এক ও অদ্বিতীয়। সকল ইবাদাত ও প্রশংসা একমাত্র তাঁরই। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞানী, চিরঞ্জীব, শ্রবণকারী, দর্শক ও বাকশক্তিসম্পন্ন হওয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে। তিনি সমগ্র বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি। তিনি শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের অধিকারী। তাঁর অনুমতি ছাড়া কেউ কথা বলতে পারবে না। পরিপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী, যিনি সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। আসমান জমিনের বিশালতা তাঁর কাছে কিছুই না। সবাই তাঁর সৃষ্টি ও তাঁর অধীন। তিনি ক্লান্তি, নিদ্রা, তন্দ্রা ইত্যাদির উর্ধ্বে। এককথায় তিনি সর্বশক্তিমান, সকল শক্তির আধার, মহান, সর্বশ্রেষ্ঠ।

আয়াতের শিক্ষা

১. আল্লাহ তা'আলা এক ও অদ্বিতীয়।

২. আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সুন্দর নাম ও সুউচ্চ গুণাবলির অধিকারী।

৩. কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার অনুমতি পেলে অনেকেই সুপারিশ করতে পারবে।

৪. আয়াতুল কুরসি শয়তানের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য ঢালস্বরূপ।

৫. আয়াতুল কুরসি পাঠকারী সহজে জান্নাতে প্রবেশ করবেন।

৬. আসমান ও জমিনের মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ।

আল-হাদিস

প্রিয় শিক্ষার্থী! তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, তোমরা সপ্তম শ্রেণিতে হাদিস সর্ম্পকে জেনেছো। তোমরা সেখানে হাদিসের পরিচয়, হাদিসের গুরুত্ব ও বিশুদ্ধ কিছু হাদিস গ্রন্থের পরিচয় জেনেছো। তোমরা জানো যে, হাদিস হলো আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতি। মূলত, হাদিস পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগ। তোমরা সপ্তম শ্রেণিতে হাদিস সম্পর্কে শিখেছো। এ শ্রেণিতে হাদিসের পরিচয়, প্রকারভেদ এবং চরিত্র গঠন ও মুনাজাতমূলক দু'টি করে চারটি হাদিস শিখে বাস্তবে আমল করতে পারবে।

আল-হাদিসের পরিচয়

হাদিস (حَدِيْثٌ) আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হলো কথা, বাণী বা সংবাদ। ইসলামি পরিভাষায়, রাসুলুল্লাহ (সা.)- এর কথা, কাজ ও অনুমোদনকে হাদিস বলে। অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ (সা.) যা বলেছেন, যা করেছেন, যা অনুমোদন দিয়েছেন এবং সাহাবিদের যে সমস্ত কাজ ও কথার প্রতি সমর্থন দিয়েছেন, তার সবগুলোই হাদিস।

হাদিসের সনদ (سَنَد) ও মতন (مَتْن)

হাদিসের দুটি অংশ। সনদ (سَنَد) ও মতন (مَتْن)।

সনদ (سَنَد) : হাদিস বর্ণনাকারীদের পরম্পরাকে সনদ বলে। অর্থাৎ হাদিসের মূল কথাটুকু যে সূত্রে ও যে বর্ণনা পরম্পরায় বর্ণিত হয়েছে তাই ইলমে হাদিসের পরিভাষায় সনদ। আর যিনি হাদিস বর্ণনা করেন তাকে রাবি বা হাদিস বর্ণনাকারী বলে।

মতন (مَتْن) : হাদিসের মূল বক্তব্যকে মতন বলে।

সনদের ভিত্তিতে হাদিসের প্রকারভেদ

সনদের বিবেচনায় হাদিস দুই প্রকার। যথা–

১. মুতাওয়াতির (مُتَوَاتِرٌ)
২. খবরে ওয়াহেদ (خَبَرُ الْوَاحِدِ)

১. **মুতাওয়াতির (مُتَوَاتِرٌ)** :

মুতাওয়াতির (مُتَوَاتِرٌ) এমন হাদিসকে বলা হয়, যা এত অধিক সংখ্যক বর্ণনাকারী (রাবি) বর্ণনা করেছেন যে, তাঁদের সবার মিথ্যার উপর একমত হওয়া অসম্ভব এবং তাঁদের এ সংখ্যাধিক্য শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। যেমন: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ এই হাদিসটি সকল স্তরে অসংখ্য বর্ণনাকারীর (রাবি) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

মুতাওয়াতির (مُتَوَاتِرٌ) হাদিসের শর্ত:

হাদিস মুতাওয়াতির (مُتَوَاتِرٌ) হওয়ার জন্য ৪টি শর্ত থাকা বাঞ্ছনীয়:

(ক) অসংখ্য বর্ণনাকারী (রাবি) হওয়া। জমহুর আলেমগণের মতে হাদিস মুতাওয়াতির হওয়ার জন্য অধিক সংখ্যক বর্ণনাকারী প্রয়োজন।

(খ) বর্ণনাকারীর সংখ্যা এত অধিক হবে যে, তাঁদের সবার একটি মিথ্যার উপর ঐক্যবদ্ধ হওয়া অসম্ভব বা বিবেক সমর্থন করে না।

(গ) সর্বকালে ও সর্বস্তরে বর্ণনাকারীদের সংখ্যাধিক্য বজায় থাকবে। কোনো অবস্থাতেই সংখ্যাধিক্য হ্রাস পাবে না, তবে বৃদ্ধি পেতে পারে।

(ঘ) খবরটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হতে হবে। যেমন বর্ণনাকারী (রাবি) বলবেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন অথবা বর্ণনাকারী বলবেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে এরূপ করতে দেখেছি।

২. খবরে ওয়াহেদ (خَبَرُ الْوَاحِدِ)

যে হাদিসের রাবি বা বর্ণনাকারীর সংখ্যা মুতাওয়াতির হাদিস অপেক্ষা কিছুটা কম, সে হাদিস খবরে ওয়াহেদ নামে পরিচিত। খবরে ওয়াহেদ আবার তিন প্রকার। যথা:

(১) মাশহুর (مَشْهُوْرٌ)
(২) আযীয (عَزِيْزٌ)
(৩) গরিব (غَرِيْبٌ)

(১) মাশহুর (مَشْهُوْرٌ) : মাশহুর শব্দের অর্থ প্রসিদ্ধ, ঘোষিত ও প্রকাশিত বিষয় বা বস্তু। পারিভাষিক অর্থে যে হাদিসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা মুতাওয়াতির হাদিস অপেক্ষা কম; কিন্তু প্রত্যেক যুগে কমপক্ষে তিনজন বা ততোধিক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন তাকে মাশহুর হাদিস বলে।

(২) আযীয (عَزِيْزٌ) : আযীয অর্থ কম ও বিরল হওয়া। কেননা এতে হাদিসে মুতাওয়াতির ও মাশহুরের তুলনায় বর্ণনাকারীর সংখ্যা কম ও বিরল হয়ে থাকে। এর আরেকটি অর্থ হলো শক্তিশালী বা দৃঢ় হওয়া। কেননা এটি অপর একটি সূত্র দ্বারা শক্তিশালী ও দৃঢ় হয়ে থাকে।

পারিভাষিক অর্থে যে হাদিস প্রত্যেক যুগে কমপক্ষে দু'জন রাবি বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ কোনো স্তরেই বর্ণনাকারীদের সংখ্যা দু'জন হতে কম নয়, তাকে আযীয হাদিস বলে।

(৩) **গরিব** (غَرِيْبٌ) : গরিব অর্থ একাকি বা আত্মীয়দের কাছ থেকে দূরে থাকা অথবা বিরল। পারিভাষিক অর্থে যে হাদিস কোনো এক যুগে একজন মাত্র রাবি বর্ণনা করেছেন তাই হাদিসে গরিব নামে পরিচিত।

সনদ বা রাবির পরম্পরার দিক থেকে হাদিসের প্রকারভেদ

সনদ বা রাবির পরম্পরার দিক থেকে হাদিস তিন প্রকার। যথা:

(১) মারফু (اَلْمَرْفُوْعُ) হাদিস ;
(২) মাওকুফ (اَلْمَوْقُوْفُ) হাদিস;
(৩) মাকতু (اَلْمَقْطُوْعُ) হাদিস।

(১) **মারফু** (اَلْمَرْفُوْعُ) **হাদিস** : যে হাদিসের বর্ণনা পরম্পরা রাসুলুল্লাহ (সা.) পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে মারফু' হাদিস বলে। অর্থাৎ যে হাদিসে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কোনো কথা, কাজ কিংবা কোনো বিষয়ের অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে তাই মারফু হাদিস নামে পরিচিত।

(২) **মাওকুফ** (اَلْمَوْقُوْفُ) **হাদিস :** যে হাদিসের বর্ণনা পরম্পরা সাহাবি (রা.) পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে মাওকুফ হাদিস বলে। অথাৎ যে হাদিসে সাহাবিদের কথা, কাজ কিংবা কোনো বিষয়ের অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে তাই মাওকুফ হাদিস নামে পরিচিত।

(৩) **মাকতু** (اَلْمَقْطُوْعُ) **হাদিস :** যে হাদিসে তাবেয়ীর কথা, কাজ কিংবা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে, তা হাদিসে মাকতু' নামে পরিচিত।

মতনের ভিত্তিতে হাদিসের প্রকারভেদ

মতনের ভিত্তিতে হাদিস তিন প্রকার। যথা:

(১) কওলি (قَوْلِيٌّ) হাদিস
(২) ফেলি (فِعْلِيٌّ) হাদিস
(৩) তাকরিরি (تَقْرِيْرِيٌّ) হাদিস

(১) কওলি (قَوْلِيٌّ) হাদিস: কওল শব্দের অর্থ কথা বা বাণী। রাসুলুল্লাহ (সা.) এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণীসমূহকে কওলি (বাণীমূলক) হাদিস বলা হয়।

(২) ফে'লি (فِعْلِيٌّ) হাদিস: ফে'ল শব্দের অর্থ কর্ম বা কাজ। যেসব হাদিসে রাসুলুল্লাহ (স) এর কোনো কাজের বিবরণ রয়েছে, সেসব হাদিসকে ফে'লি (কর্মমূলক) হাদিস বলা হয়।

(৩) তাকরিরি (تَقْرِيْرِيٌّ) হাদিস: তাকরির শব্দের অর্থ অনুমোদন করা, সম্মতি দেওয়া, সমর্থন করা। মহানবি (স.) এর অনুমোদনমূলক হাদিসগুলোকে তাকরিরি হাদিস বলা হয়। অনেক সময় সাহাবিগণ মহানবী (সা.) এর সামনে কোনো কাজ করেছেন। কিন্তু রাসুলুল্লাহ (স.) তা নিজে করেননি বা করতে বাধাও দেননি; বরং নিরব ছিলেন। এরূপ নীরবতাকে সম্মতি হিসেবে গণ্য করা হয়। আর এ ধরনের হাদিসকে তাকরিরি (অনুমোদনমূলক) হাদিস বলা হয়।

দলগত কাজ

শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে হাদিসের বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ করে একটি ছক তৈরি করবে।

হাদিসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

হাদিস ইসলামি শরিয়তের দ্বিতীয় উৎস। কুরআন মাজিদের পরই হাদিসের স্থান। শরিয়তের বিধান প্রবর্তন ও মূলনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে হাদিস অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় উৎস।

কুরআন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রকাশ্য ওহি। নামাযে কুরআন পাঠ করা হয়। হাদিস অপ্রকাশ্য ওহি। কারণ রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজে কখনও মনগড়া কোনো কথা বলেননি। মহান আল্লাহ যা আদেশ করেছেন, কেবল তাই তিনি বলতেন। তাঁর পক্ষ থেকে নির্দেশনা পেয়েই তিনি মানুষকে বিভিন্ন বিষয়ে জানাতেন। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ۝

অর্থ: 'আর তিনি নিজ প্রবৃত্তি থেকে কোনো কথা বলেন না। তা তো ওহি, যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।' (সূরা আন-নাজম: ৩-৪)

হাদিস কুরআনের নির্ভুল ব্যাখ্যা স্বরূপ। হাদিস ছাড়া কুরআন মেনে চলা অসম্ভব। কুরআন মাজিদে মহান আল্লাহ শরিয়তের সকল আদেশ-নিষেধ, বিধি-বিধান বর্ণনা করেছেন। এতে শরিয়তের আহকাম, মূলনীতি ও নির্দেশাবলি খুবই সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর এ সংক্ষিপ্ত নির্দেশগুলোকে বাস্তবে কার্যকরী করার জন্য মহানবি (সা.) প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন। তাঁর এ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই হচ্ছে হাদিস। যেমন: আল্লাহ তা'আলা কুরআনে আমাদেরকে নামায কায়েম করতে বলেছেন। কিন্তু কীভাবে আদায় করতে হবে, দিনে-রাতে কত ওয়াক্ত নামায পড়তে হবে, প্রতি ওয়াক্তে কত রাকাআত পড়তে হবে, প্রতি রাকাআত কীভাবে পড়তে হবে, কীভাবে নামায শুরু ও শেষ করতে হবে- এর বিস্তারিত বিবরণ পবিত্র কুরআনে নেই। অনুরূপভাবে কুরআনে যাকাত প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অথচ কে যাকাত দিবে, কত পরিমাণ সম্পদ হলে যাকাত দিতে হবে, তার কোনো নির্দেশনা কুরআনে নেই। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী মহানবি (সা.) এগুলোর নিয়ম-কানুন

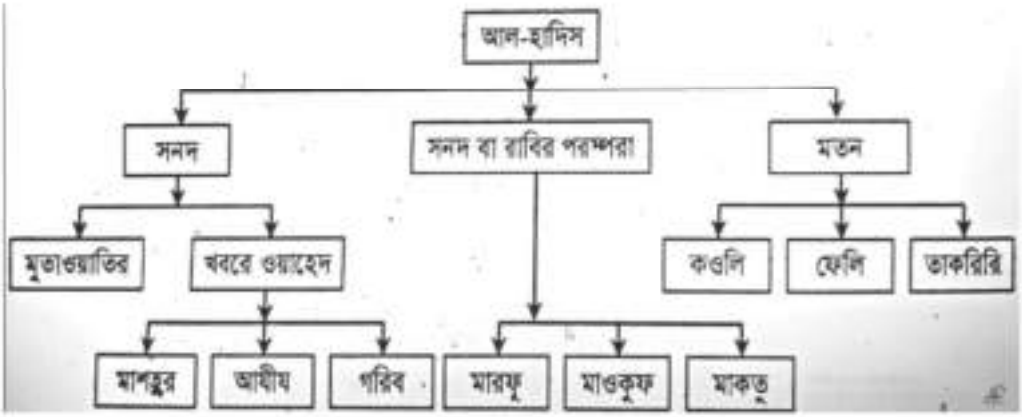
আল-হাদিস
সনদ
সনদ বা রাবির পরম্পরা
মতন
মুতাওয়াতির
খবরে ওয়াহেদ
কওলি
ফেলি
তাকরিরি
মাশহুর
আযীয
গরিব
মারফু
মাওকুফ
মাকতু

হাদিসের মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। এ কারণেই কুরআনের ন্যায় হাদিসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

মোটকথা একজন মুসলমানের জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ, তালাক, ইবাদাত-বন্দেগি, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার, লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, যুদ্ধ-সন্ধি, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক সমস্ত বিষয়ের বিস্তারিত নির্দেশনা আমরা রাসুলের হাদিসের মাধ্যমে লাভ করতে পারি। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'রাসুল তোমাদের যা দেন, তা তোমরা গ্রহণ কর, এবং যা তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।' (সূরা হাশর, আয়াত: ৭)

মহান আল্লাহর ক্ষমা ও ভালোবাসা লাভের জন্য রাসুলের কথা-কাজ ও আদর্শের আনুগত্য করা একান্ত জরুরি। কেননা রাসুলের আনুগত্য মহান আল্লাহর অনুগত্যের নামান্তর। এতে আল্লাহ খুশি হন। আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন, তাকে ক্ষমা করে দেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, 'বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, এতে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করবেন।' (সূরা আলে ইমরান: ৩১)

হাদিস মহানবি (সা.) এর জীবনাদর্শকেই সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলে। তাই মহানবি (সা.)- এর জীবনাদর্শের খুঁটি-নাটি জানতে হাদিসের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আর রাসুল (সা.)- এর অনুকরণ ও অনুসরণ করতে হলে হাদিসের বিকল্প নেই। অন্য দিকে রাসুলের আনুগত্য ও অনুসরণের অর্থই হলো মহান আল্লাহর আনুগত্য করা। হাদিসের অনুসরণের মাঝেই আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য নিহিত। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, 'যে রাসুলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল।' (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৮০)

আল-কুরআন সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রধান উৎস। আর দ্বিতীয় উৎস হলো হাদিস। হাদিস কেবল রাসুল (সা.)-এর কথা ও কাজের বর্ণনা তা নয়, এটা তাঁর প্রদত্ত শিক্ষা ও জ্ঞানের সমষ্টি। তিনি ছিলেন মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। মহান আল্লাহ তাঁকেই সবচেয়ে বেশি জ্ঞান দান করেছেন। সেই জ্ঞান আমরা হাদিস শাস্ত্রেই খুঁজে পাই। পথিবীতে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসুল (সা.) প্রদর্শিত হিদায়েতের উপর অটল ও অবিচল থাকতে হলে হাদিসের অনুসরণ করতে হবে। মহানবি (সা.) নিজে হাদিসের প্রয়োজনীয়তার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন,

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهٖ

অর্থ: 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি, তোমরা যতদিন এগুলোকে আঁকড়ে থাকবে, ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হচ্ছে আল্লাহর কিতাব (কুরআন) এবং অপরটি হচ্ছে তাঁর রাসুলের সুন্নাহ।' (মুয়াত্তা)

বস্তুত কুরআন ও হাদিস ইসলামি শরিয়তের প্রধান দু'টি উৎস। কুরআনের প্রতিটি আয়াত ও নির্দেশ যেমন মানুষকে সত্য ও সৎপথের সন্ধান দেয়, তেমনি হাদিসও সমস্ত মানবজাতিকে ন্যায় এবং শান্তির পথে পরিচালিত

করে। তাইতো মহানবি (সা.) বিদায় হজের ভাষণে মুসলিম জাতিকে লক্ষ্য করে নির্দেশ দেন-'যারা এখানে উপস্থিত, তাদের দায়িত্ব হলো, যারা অনুপস্থিত তাদের কাছে আমার বাণী পৌঁছে দেওয়া।' (বুখারি)

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা এটা স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, মানবজীবনে মহানবি (সা.) এর হাদিসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। হাদিসকে অস্বীকার করা কিংবা অবজ্ঞা করার কোনো সুযোগ নেই। সুতরাং আমরা মহানবি (সা.)- এর হাদিস অনুযায়ী আমল করবো এবং নিজেদের জীবন হাদিসের আলোকে সাজাবো।

কাজ:
শিক্ষার্থীরা হাদিসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ বাড়ির খাতায় লিখে আনবে।

চরিত্র গঠন ও মুনাজাতমূলক হাদিস

চরিত্র গঠনমূলক দু'টি হাদিস

প্রিয় শিক্ষার্থী! তোমরা জান যে, চরিত্র মানবজীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। পৃথিবীর সকল নবি-রাসুলকে প্রেরণ করা হয়েছিল মানব চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের জন্য। এমনকি মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কেও উত্তম চরিত্রের শিক্ষাদানের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। মহানবি (সা.) বলেন, আমি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্য প্রেরিত হয়েছি। তাই আমাদেরকে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। অন্যদিকে মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা ও মুনাজাত করে মানব জাতি বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পেতে পারে। আল্লাহর অফুরন্ত কল্যাণ লাভেও ধন্য হতে পারে। তাছাড়া মুনাজাতের মাধ্যমে বান্দা তার গুনাহের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে থাকে। এ সম্পর্কে রাসুল (সা.) -এর অসংখ্য হাদিস রয়েছে। তাহলে চলো আজ আমরা উন্নত চরিত্র গঠন ও মুনাজাতমূলক হাদিস শিখবো।

হাদিস– ১

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

অর্থ: 'সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ সেই ব্যক্তি, যে মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশি উপকারী।' (ইবনু হিব্বান)

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা: পরোপকার মানব চরিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ উত্তম গুণ। মহান আল্লাহ পরোপকারীকে ভালোবাসেন। মহানবি (সা.) নিজে পরোপকারী ছিলেন এবং উম্মতকে অন্যের উপকার করার জন্য উৎসাহ দিতেন। আলোচ্য হাদিসে মহানবি (সা.) মানুষকে অন্য মানুষের প্রতি সদয় হতে, বিপদে-আপদে সর্বাবস্থায়

উপকার করতে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। তবে এখানে কেবল পার্থিব বা বস্তুগত উপকার উদ্দেশ্য নয়; বরং দুনিয়া ও আখিরাতে যত রকমভাবে মানুষকে উপকার করা যায়, সবই এই হাদিস এর উদ্দেশ্য। দুনিয়ায় একজন মানুষকে নানাভাবে উপকার করা যায়। যেমন অভাবীকে অর্থ দিয়ে, রোগীর সেবা করে ও বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করে। অনুরূপভাবে আখিরাতের দৃষ্টিকোণ থেকেও একজন মানুষকে উপকার করা যায়। এই উপকার পার্থিব উপকারের চেয়েও মহান। যেমন পথভ্রষ্ট কাউকে সঠিক পথ দেখানো, আল্লাহর পরিচয় জানানো, সঠিক জ্ঞান দান করা, ভালো মানুষ হতে উদ্বুদ্ধ করা ইত্যাদি।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের কল্যাণ চান। তাই তিনি যখন দেখেন আমরা তাঁর অপর বান্দার উপকার করছি, তখন তিনি খুবই খুশি হন। পরোপকারীর যাবতীয় প্রয়োজন তিনি নিজেই তখন পূর্ণ করে দেন। পরোপকারকারীকে সর্বোত্তম মানুষদের কাতারে নিয়ে আসেন।

সুতরাং আমরা সবসময় আমাদের সাধ্যমতো অন্যের উপকার করব। কখনও কারো ক্ষতি করব না। তাহলেই আমরা মহান আল্লাহর দরবারে সর্বোত্তম মানুষ হিসেবে পরিগণিত হতে পারব।

হাদিস– ২

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ

অর্থ: 'প্রকৃত মুসলিম সে-ই, যার জিহ্বা ও হাত থেকে সকল মুসলিম নিরাপদ থাকে।' (বুখারি)

ব্যাখ্যা ও শিক্ষা: মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। বিপদে-আপদে একে অপরকে সাহায্য করবে। তার জান-মাল ও মান-সম্মান হেফাযত করবে। শত্রুর কবল থেকে তাকে রক্ষা করবে। কখনও বিপদের মুখে ঠেলে দিবে না। কোনো ক্ষতি করবে না ও অকল্যাণ কামনা করবে না।

মানুষ দুইভাবে অপরের ক্ষতি করতে পারে। কথা দিয়ে এবং সরাসরি শক্তি প্রয়োগ করে। এই হাদিসের শিক্ষা হলো, একজন প্রকৃত মুসলিম কখনও কোনোভাবে অপরের ক্ষতি করতে পারে না। কারণ অপরের ক্ষতি করা ইসলামের শিক্ষা নয়।

মুখ দিয়ে অপরকে গালিগালাজ করা যায়, মিথ্যা অপবাদ দেওয়া যায়, পশ্চাতে নিন্দা করা যায়। সর্বোপরি মিথ্যা বলে কারো সম্মানহানি করা যায়। সবগুলো কাজই চরম নিন্দনীয় ও ইসলামি আদর্শের বিপরীত। অন্যদিকে হাত বা বল প্রয়োগ করে অপরকে মারধর করা থেকে শুরু করে তার জীবন পর্যন্ত বিনষ্ট করা যায়। অথচ অপরকে বিনা কারণে আঘাত করা হারাম। যে অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে, সে জাহান্নামি হবে। তাই আমরা কখনও মুখে যেমন কারও ব্যাপারে খারাপ কথা বলবো না, তেমনি কারও বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে

শক্তি প্রয়োগ করবো না। আমরা একে অপরের প্রতি সহনশীল হবো। ক্ষমাশীল হবো। তাহলেই আমরা প্রকৃত মুসলিম হতে পারবো।

মুনাজাতমূলক দু'টি হাদিস

মহান আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক। তিনি মহানবি (সা.)-কে বিশ্বজগতের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছেন। তাই তিনি সর্বদা সৃষ্টিজগতের কল্যাণ কামনা করতেন। মানুষের জন্য কল্যাণকর কাজ ও পথ দেখিয়ে দিতেন। তিনি দুনিয়া ও আখেরাতে মহান আল্লাহর অফুরান নিয়ামত লাভের জন্য আমাদেরকে মুনাজাতের শিক্ষা দিয়েছেন। মহানবি (সা.)-এর অসংখ্য মুনাজাতমূলক হাদিস রয়েছে। আজকের পাঠে আমরা মহানবি (সা.)- এর মুনাজাতমূলক দু'টি হাদিস শিখব।

হাদিস– ১

اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِيْ مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِيْ مِنَ الرِّيَاءِ وَلِسَانِيْ مِنَ الْكَذِبِ
وَعَيْنِيْ مِنَ الْخِيَانَةِ-

উচ্চারণ: 'আল্লা-হুম্মা ত্বহ্হির কলবী মিনান্ নিফা-কি ওয়া 'আমলী মিনার্ রিয়া-য়ি ওয়া লিসা-নী মিনাল কাযিবি ওয়া'আইনী মিনাল খিয়া-নাতি।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমার অন্তরকে মুনাফিকি হতে, আমার কাজকে লোক দেখানো হতে, আমার জবানকে মিথ্যা বলা হতে এবং চোখকে খিয়ানাত করা হতে পাক-পবিত্র করো। (বায়হাকী)

হাদিস– ২

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الصِّحَّةَ ، وَالْعِفَّةَ ، وَالْأَمَانَةَ ،
وَحُسْنَ الْخُلُقِ ، وَالرِّضٰى بِالْقَدْرِ-

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আস্আলুকাস-সিহ্হাতা ওয়াল 'ইফ্ফাতা ওয়াল আমানাতা ওয়া হুসনাল-খুলুকি ওয়ার-রিদা বিল-কাদরি।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে সুস্বাস্থ্য, পবিত্রতা, আমানতদারি, উত্তম চরিত্র এবং তাকদিরের উপর সন্তুষ্ট থাকার মানসিকতা প্রার্থনা করছি। (বায়হাকী)

উপরোক্ত হাদিস দু'টি গুরুত্বপূর্ণ মুনাজাতমূলক হাদিস। প্রথম হাদিসে মুনাফিকি, রিয়া, মিথ্যা, খিয়ানাত হতে

রক্ষার এবং ২য় হাদিসে সুস্বাস্থ্য, পবিত্রতা, আমানতদারি, উত্তম চরিত্র এবং তাকদিরের উপর বিশ্বাস রাখার ব্যাপারে প্রার্থনা শিখানো হয়েছে। আমরা অর্থসহ হাদিস দু'টি শিখব। এগুলোর মাধমে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করব। তাহলে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কল্যাণ দান করবেন।

প্রতিফলন ডায়েরি লিখন

'কুরআন-হাদিসের যে শিক্ষায় আমার জীবন আলোকিত করবো'

উল্লিখিত শিরোনামের আলোকে আল কুরআন-হাদিসের যে যে শিক্ষা আমার দৈনন্দিন জীবনে চর্চা বা অনুশীলন করবো তা নির্ধারিত ছকে লিখে আনবো। এক্ষেত্রে তুমি তোমার পরিবারের সদস্য/সহপাঠী/শিক্ষকের সহায়তা নিতে পারো।

সূরা/হাদিসের নাম	সূরা/হাদিস থেকে যে শিক্ষা পাই	বাস্তবজীবনে যেভাবে চর্চা করবো
সূরা আল মাউন	আশে-পাশের মানুষকে দেখানোর জন্য সালাত আদায় করা যাবে না।	নিয়মিত যথাসময়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় সালাত আদায় করবো।
সূরা কুরাইশ	প্রাপ্ত নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা।	আল্লাহর ইবাদত করার মাধ্যমে শুকরিয়া আদায় করব।
সূরা আল কারি'আহ	কিয়ামতের মাঠে মানুষের আমলের হিসাব নেওয়া হবে।	ভালো আমলের চর্চা করবো।
সূরা যিলযাল	কিয়ামতের দিন সার্বিক পরিস্থিতি অনেক ভয়াবহ হবে।	কিয়ামতের ভয়াবহতা অনুধাবন করে বেশি ইবাদত করবো।
চরিত্র গঠনমূলক হাদিস	মানুষের উপকার করা সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য।	সর্বদা মানুষের উপকার করার চেষ্টা করবো।